দৈনিক খবর

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

পুরো অবকাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে

পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হচ্ছে

● শাহীন-উল- ইসলাম চৌধুরী ●

নতুন বছরের প্রথমার্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হচ্ছে। বর্তমান প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভেঙ্গে পৃথক এই মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হবে। এই ব্যাপারে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত প্রায়। এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরিত সুপারিশমালা অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের পর প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম একসাথে চালাতে বর্তমান প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়। তাই মাধ্যমিক-শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং প্রচলিত অধিদপ্তরকে পৃথক করে কাজের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইস্যুটি বিশেষভাবে বিবেচনা করছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর গঠনের সুপারিশ করে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দেয়ার বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক ও সমন্বিত প্রশাসনের শর্ত আরোপ করেছে। বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামোতে ১ জন পরিচালক, ৯ জন উপ-পরিচালক, দুইজন সহকারী পরিচালক, ১৬ জন বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকা, ৬৪ জন জেলা শিক্ষা অফিসার, ৬৪ জন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, দুইজন শিক্ষা অফিসার ও ৮ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদ আছে। স্বতন্ত্র অধিদপ্তরে একজন মহাপরিচালকের আওতাধীনে পুরো অবকাঠামোকে ঢালাওভাবে সাজানোহবে।

সারা দেশে প্রায় ১৩০টি সরকারী এবং দশ সহস্রাধিক বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের কথা উল্লেখ করে সূত্র জানায়, সহকারী শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা প্রদানের দাবী যৌক্তিক হলেও সরকারী ও বেসরকারী জটিলতা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। তবে এতদিন যাবৎ সরকারী সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য চার বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হতো সপ্তাহেক পূর্বে এই শর্ত সংশোধন করে এক বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকারী প্রধান শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতি পেতে পারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই সুপারিশমালা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে বিভিন্ন পদে ১৩০টি পোস্ট খালি রয়েছে। এই ব্যাপারে সরকার পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ নেবে। গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য সরকার থানা পর্যায়ে আলাদাভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহ দেখাশোনার জন্য স্বাতন্ত্রিকভাবে একজন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনা করছে। এছাড়া বিদেশী অনুদানের আওতাধীনে বিশেষ যোগ্যতা ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য বিদেশে বৃত্তি প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে 'সরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সূত্র থেকে তাদের ১০ দফার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক পদক্ষেপ কামনা করে বলা হয়, বর্তমানে ২৯৫টি সরকারী হাই স্কুলের ১৮ জন সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত, ১৫ জন পদোন্নতিপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণ হয় জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের দায় হিসেবে অঙ্গীকৃতী না হয় স্ববেতনে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত। শতকরা দশজনকে সিলেকশন গ্রেড দেয়ার বিধানের কারণে ২৯ জন প্রধান শিক্ষক সিলেকশান গ্রেড প্রাপ্য হলেও এর মধ্যে প্রাপ্ত মাত্র পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনই প্রধান শিক্ষিকা। গত তিন বছরে কেউ সিলেকশন গ্রেড পায়নি। এছাড়া ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক পদ (১:৪৫ শতাংশ) অপ্রতুল। আশির দশকে জাতীয়করণকৃত ১৪৪টি হাই স্কুলের প্রায় তিন সহস্রাধিক আত্মীকৃত শিক্ষক ও কর্মচারী বেতন ও সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত।